ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৫০৮৬

আগরতলা, ৬ মার্চ, ২০২৪

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভা

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে গতকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচর্য। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রশান্ত বাদল নেগি, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় আমন মরশুমে ১৪,৯৮৬ হেক্টর, আউশ মরশুমে ৯৫.৫ হেক্টর এবং রবি মরশুমে ৬,৫৮৬ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল ধানচাষে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রবি মরশুমে জেলার ৪১৭ হেক্টরে ভুট্টা, ৭.৫ হেক্টরে গম, ৪২৩ হেক্টরে ভোজ্য তৈলবীজ, ১৪৮ হেক্টরে বাদাম, ১৮.৪ হেক্টরে গোলমরিচ, ২ হেক্টরে মসুর ডাল, ১১৮.৮২ হেক্টরে মটর ডাল চাষে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে জেলার ৩৬ হাজার ৫১৫ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এই কৃষকদের মধ্যে ১৭ হাজার ১০৯ জন প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি যোজনায় সহায়তা পাচ্ছেন। তাছাড়া কিষান ক্রেডিট কার্ডে জেলার ৩৮৩ জন কৃষককে এবছর কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে।

সভায় কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি আরও জানান, সাবমিশন অন এগ্রিকালচারেল ম্যাকানাইজেশন স্কিমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেলার ৫২৫ জন কৃষককে বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্র সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। ১২,৫৭৪ জন কৃষকের ২৭৫৩.১৮৯ হেক্টর কৃষি জমি এবছর প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনায় এবছর জেলার ২৭ জন কৃষককে পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে। সভায় জেলা উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের প্রতিনিধি জানান, এবছর জেলার ১০৯.৯ হেক্টর জমিতে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্পে ফুলচাষ করা হয়েছে। এতে জেলার ৬৪০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। নারিকেল উন্নয়ন বোর্ড স্কিমে জেলার ৩৩ হেক্টর জমিতে উন্নত প্রজাতির নারিকেল চারা রোপণ করা হয়েছে। এতে জেলার ১০৭টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায়ও এবছর জেলার ১২,৭০২ টি পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ফলের চারা ও সব্জির বীজ বিতরণ করা হয়েছে। সভায় জল সম্পদ দপ্তরের ১নং ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেলায় প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনায় ১৩৮টি স্মলবোর খনন ও চালু করা হয়েছে।

২য় পাতায়

সভায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার প্রতিনিধি জানান, এই যোজনায় জেলার ১১টি রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে। পূর্ত দপ্তরের জিরানীয়া প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর জিরানীয়া পূর্ত মহকুমার ৬৩.৯৩১ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের মোহনপুর মহকুমার প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর মোহনপুর পূর্ত মহকুমার ২৭.১২ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এবছর পশ্চিম জেলার ১৮৮ জনকে স্বাবলম্বন প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর জিলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাইড ও আন-টাইড ফান্ডে, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে এবং নিজস্ব আয় থেকে ৭টি পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আরও ৪টি উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। সভায় ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ তাদের নিজ নিজ এলাকার অসমাপ্ত উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন এবং সেই কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য দপ্তর আধিকারিকদের প্রতি অনুরোধ জানান। জিলা পরিষদের সাধারণ সভায় জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে গুণমান বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

****